মেহেরপুর শহরে জুয়েলারী দোকানে সিধেঁল কেটে দুধর্ষ চুরি, টাকা স্বর্ণ ও রুপা লুট

মেহেরপুর শহরের কাঁশারীবাজার এলাকার আপন জুয়েলার্সে দুধর্ষ সিধেঁল চুরির ঘটনা ঘটেছে। আপন জুয়েলার্সের একটি দেয়াল কেটে ভিতরে ঢুকে এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে চোরের দল।

এতে ২৫ থেকে ৩০ ভরি স্বর্ণ, ১০০ ভরি রুপা ও নগদ দুই লক্ষ টাকা নিয়ে গেছে বলে দাবী করেছেন জুয়েলার্সের মালিক মহাদেব কুমার পাত্র।

শুক্রবার দিবগত রাতের কোনো এক সময় (আজ শনিবার (১৭ সেপ্টেম্বর ভোররাত পর্যন্ত)এই চুরির ঘটনা ঘটেছে।

আপন জুয়েলার্সের স্বতাধিকারী মহাদেব কুমার পাত্র ও শংকর কুমার পাত্র বলেন শুক্রবার দিবাগত রাত ৯ টার দিকে আমি দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যায়।

আজ শনিবার সকাল ৯ টার দিকে দোকান খুলে ভিতরে ঢুকে দেখি সব কিছুই তছনছ হয়ে পড়ে রয়েছে। দুইটি সিন্দুক ভেঙ্গে ২৫/৩০ ভরি স্বর্ণ ও ১০০ রুপাসহ নগদ ২ লাখ টাকা নিয়ে গেছে।

চোরের দল দোকানো লাগানো তিনটি সিসি ক্যামেরা ভেঙ্গে ফেলেছে। তারা সিসি ক্যামেরারর ভিভিআরটি নিয়ে গেছে।প্রায় অর্ধকোটি টাকার স্বর্ণ ও রুপা নিয়ে গেছে বলে জানান তিনি।

ধারণা করা হচ্ছে, ওই মার্কেটের দ্বিতীয় তলা থেকে নিচে নেমে এসে দোকানের একটি দেয়াল কেটে ভিতরে প্রবেশ করে চোরের দল।

খবর পেয়ে শনিবার সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু, সাধারন সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকন, জুয়েলারি মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ মোমিন ঘটনাস্থলে আসেন।

জুয়েলারি মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ মোমিন বলেন, মেহেরপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই জুয়েলারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি। সারারাত

পুলিশ এই বাজারে ডিউটি করেন। অথচ, এর মধ্যেই এই দুধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটলো। এর আগেও বাজারে চুরির ঘটনা ঘটেছে। তিনি পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবী জানান, বাজারটিতে পুলিশের টহল বাড়ানো এবং এই ঘটনাটির সাথে জড়িত চোরদের খুটে খুটে বের করে এনে আইনের আওতায় আনা।

এদিকে খবর পেয়ে মেহেরপুর পুলিশ সুপার (এসপি) মোঃ রাফিউল আলম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) মো: জামিরুল ইসলাম, এএসপি সার্কেল অপু সরোয়ার, মেহেরপুর সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম ও র্যাবের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এছাড়া জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেছেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার (এসপি) মোঃ রাফিউল আলম বলেন, চুরির ঘটনায় বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। বিষয়টি সর্ব্বোচ্ছ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করবে পুলিশ।

কেরুর আওতায় ৭ হাজার একর জমিতে আখচাষের লক্ষ্য মাত্রা

সরকার আখের মুল্য বৃদ্ধি করায় দর্শনা কেরু চিনিকল সহ এলাকার প্রান্তিক চাষীরা আখচাষে ঝুকে পড়েছে। ২০২২-২৩ রোপন মৌসুমে ৭ হাজার একর জমিতে আখচাষের লক্ষমাত্রা নিয়ে কেরু চিনিকল কর্তৃপক্ষ মাঠে নেমেছে।

চিনিকলের কৃষি বিভাগ জানায়, গত ১ সেপ্টেম্বর রোপন মৌসুম শুরুর পর স্ব স্ব এলাকার চাষীরা ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা নিয়ে নিজ নিজ জমিতে আখ রোপন করতে দেখা গেছে। মৌসুমি বৃষ্টি জনিত কারনে গত ৪/৫ দিন আখ রোপন সম্ভব না হলেও গত এক সপ্তাহের ব্যাবধানে প্রায় পৌনে দু‘শ বিঘা জমিতে আখ রোপন ও বীজতলা করা হয়েছে। মিলজোন এলাকার বড় আখচাষী মো তৈয়ব আলি জানান গত বছর একমন (৪০কেজি) আখের মুল্য ছিল ১শ৪০ টাকা এবার ১শ ৮০ টাকা।এ জন্য আমি এবার ২৫ থেকে ৩০ বিঘা জমিতে ভাল ও উন্নত জাতের আখচাষ করবো।

মিলের জি এম (কৃষি) আশরাফুল আলম ভুঁইয়া গত মঙ্গলবার জানান এ বছর চিনিকলের খামারে ১হাজার ৫৫৯ ও চাষীর জমিতে ৫হাজার ৫৪১ একর। মোট ৭হাজার একর জমিতে আখচাষের লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। তিনি বলেন সরকার দেশের মানুষ ও সাধারন চাষীদের স্বার্থে একমন আখের মুল্য মিলগেট এলাকায় ১শ ৪০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১শ ৮০ টাকা, বহিঃকেন্দ্রে(সেন্টারে) ১শ৩৭ থেকে ১শ৭৬ টাকা করেছে।তা ছাড়া আসন্ন মাড়াই মৌসুম চালুর পর জানুয়ারী মাসের ১৫ তারিখ থেকে ১৫ দিন পরপর কুইন্টাল প্রতি ৫ টাকা হারে ৫ বার মুল্য বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

যদি ফাউন্ডেশন বা রেজিস্টার বীজ ক্ষেত হয় তাহলে মিলে আখ সরবরাহ যোগ্য আখের চাইতে বীজ আখ কুইন্টাল প্রতি ৮ টাকার স্হলে ১০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। তিনি জানান, গত বছর কেরুর নিজস্ব জমিতে দন্ডায়মান আখ ছিল ১হাজার ৫০ একর, চাষীর দন্ডায়মান আখছিল ৪হাজার ২শ৩০ একর।

যা গত বছরের চাইতে এ বছর প্রায় ২ হাজার একর জমিতে বেশী আখচাষের লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। মিলের আখচাষী কল্যান সমিতির সভাপতি আঃ হান্নান ও সাধারন সম্পাদক আঃবারি বলেন আখের মুল্য কিছুটা হলেও বেড়েছে, যার জন্য আখচাষ বাড়বে তবে চিনির বিক্রয় মুল্য বাড়িয়ে আখের মুল্য আরো একটু বাড়ানো দরকার। জি এম (প্রশাসন) শেখ মোঃ শাহাব উদ্দিন, বলেন আমরা উন্নত জাতের ও চিনি সমৃদ্ধ আখ চাষের উপর জোর দিয়েছি।যাতে করে চাষী ও মিল উভয়ই লাভবান হতে পারে। চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মো মোশারফ হোসেন বলেন ইতি মধ্যে আখের মুল্য বৃদ্ধি পাওয়াই আখচাষীদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়েছে ও আখের বীজতলা তৈরি প্রস্তুত বেড়েছে, আশা করা হচ্ছে এ বছর বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশন এর নির্ধারিত টারগেট (ল্ক্ষমাত্রা) পুরন করতে সক্ষম হবো।

তিনি আরও বলেন, এ অচ্ঞলের চাষীরা আখ লাগালে সরাকারী ভাবে যে সারের রেট ২২ টাকা কেরু দিচ্ছে ১৬ টাকা যাতে করে কেরু চিনিকলটি সচল ভাবে চলে।এবং লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়।

হালাল ফুডের উদ্যোক্তা মেহেরপুরের পল্লব

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের খুব সাধারণ পরিবারের ছেলে মোঃ পল্লব হোসেন।

বর্তমানে তিনি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি ইন এগ্রো প্রোসেস এন্ড ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এ অধ্যায়নরত। করোনাকালীন সময়ে দেশ যখন স্থবির হয়ে গেছিলো,, করোনা মহামারী যখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিলো তখন পল্লব এর ভার্সিটি বন্ধ ছিলো, ছিলো না কোনো টিউশনি। কিছু একটা করা লাগবে এই ভেবে শুরু করে দেয় ছোট পরিসরে অনলাইন বিজনেস। যার মুল প্রেরণা ছিলো তার স্ত্রী। তিনিও যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং তার কিছু শুভাকাঙ্খী।
যেহেতু ফুড নিয়ে পড়াশোনা তাই ফুড নিয়েই বিজনেস করা শুরু করে এবং নিরাপদ খাদ্য সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার প্রয়াসে কাজ চালিয়ে যায়।

তার প্রোডাক্ট সমুহ প্রাকৃতিক চাকের মধু, লিচু ফুলের, কালো জিরা ফুলের, সুন্দরবন এর খলিশা ফুলের মধু, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হানিনাট, ড্রাই ফ্রুটস, ঘি, বিভিন্ন শরবত আইটেম, বিভিন্ন বাদাম, ছাতু, খেজুর, সরিষার তেল ও সিজনাল ফল।
সব সময় সে নিজে থেকেই সংগ্রহ করার চেস্টা করে অন্যথায় নিজেদের লোক উপস্থিত থাকে।বর্তমানে সে তার নিজ খরচ চালিয়ে ধীরে ধীরে বিজনেস টা বড় করার চেষ্টা করতেছে,,,তার প্রোডাক্ট সারা বাংলাদেশ এ কুরিয়ার এর মাধ্যমে দিয়ে থাকে,সাথে অফলাইনেও সেল দিয়ে থাকে যশোর শহরে।

দেশ ছেড়ে দেশের বাইরেও তার প্রোডাক্ট চলে গেছে, এবং সুনামের সাথে বিজনেস করে যাচ্ছে।বর্তমানে তার বেশ কয়জন রিসেলার আছে যারাও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তারা পাইকারি মধু সহ বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে সেল দিয়ে থাকে। বর্তমানে সে প্রতি মাসে ১০০ এর উপর এ ডেলিভারি দিয়ে থাকে।

ফেসবুক এ HALAL FOOD BD নামে একটা পেজ ও গ্রুপের মাধ্যমে সে বিজনেস পরিচালিত করে। এখন সে স্বাবলম্বী তার মাসিক বিক্রি পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা।

মেহেরপুরে ব্যবসায়ীর দোকানোর সামনে থেকে ৪টি ককটেল উদ্ধার

মেহেরপুরের রাধাকান্তপুর গ্রামের সার ব্যবসায়ীর গোডাউনের সামনে থেকে ৪টি ককটেল উদ্ধার করেছে সদর থানা পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকালের ১০ টার দিকে সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের পিটুলিতলা নামক এলাকার একটি সার কীটনাশকের দোকানের সামনে থেকে একটি শপিং ব্যাগের মধ্যে রাখা ককটেল উদ্ধার করে পুলিশ। ককটেলগুলো লাল টেপ মোড়ানো বলে জানান সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম।

সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, রাধাকান্তপুর গ্রামের ব্যবসায়ী টুটুল মিয়ার সার ও কীটনাশকের দোকানের সামনে একটি শপিং ব্যাগ দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে ব্যাগের মধ্যে লাল কসটেপ দিয়ে মোড়ানো ৪টি ককটেল দেখে থানা পুলিশকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে পুলিশ বোমাগুলো উদ্ধার করে পানি বোঝায় বালতির মধ্যে নিয়ে থানায় নিয়েছে। এগুলো আদৌ ককটেল কিনা সেটাও ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তিনি বলেছেন, ভয়ভীতি দেখানোর জন্য এলাকার কিছু খারাপ মানুষ এগুলো ওই ব্যবসায়ীর দোকানের সামনে রাখতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে পুলিশ বিষয়টি নজরে নিয়েছে।

কুড়ালগাছির চণ্ডিপুরে অবৈধভাবে

সার বিক্রির অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার চন্ডিপুর বাজারে উজ্জ্বল ট্রেডাসের মালিক উজ্জ্বলের বিরুদ্ধে সার বিক্রির বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই রাসায়নিক সার বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। কোনো প্রকারের লাইসেন্স ছাড়াই এসব রাসায়নিক সার বিক্রি করলেও অজানা কারণে প্রশাসন ও কৃষি বিভাগ রয়েছে নীরব ভূমিকায়।

কৃষকদের অভিযোগে জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের চন্ডিপুর বাজারে রাসায়নিক সার বিক্রির বৈধ কোনো অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও উজ্জ্বল ট্রেডাসের মালিক উজ্জ্বল হোসেন দীর্ঘ দিন যাবত সার বিক্রি করে আসছেন। লাইসেন্স ছাড়া সার বিক্রিসহ তার বিরুদ্ধে রাসায়নিক সার সরকার নির্ধারিত মূল্যর চাইতে বেশী মূল্যে বিক্রির অভিযোগও রয়েছে । এছাড়াও তিনি কোন কৃষককে সার বিক্রির মেমোও দিতে চান না। আর যদি কোন কৃষককে মেমো দিলেও সারের পরিমান ও দাম উল্লেখ করেন না।

এ বিষয়ে উজ্জ্বল ট্রেডাসের মালিক উজ্জ্বল হোসেন বলেন, সার বিক্রির আমার কোনো বৈধ লাইসেন্স নেই। শুধু আমারই না অনেকেই বৈধ লাইসেন্স নেই। তবে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছি।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান বলেন, ‘আমরা বিষয়টি দেখবো।’

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সানজিদা বেগম বলেন, লাইসেন্স ছাড়া কেউ সার বিক্রি করতে পারে না। যদি কেউ লাইসেন্স ছাড়া সার বিক্রি করে থাকেন তা আইন বহির্ভূত। অবৈধভাবে সার বিক্রির বিষয়টি আমরা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছি। তবে কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে বেশি দামে সার বিক্রি করলে কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না

সালাউদ্দীন শাওন সভাপতি ও মো: রফিক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত গাংনী বাজার কমিটির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনে সালাউদ্দীন শাওন সভাপতি ও মো: রফিক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

ভোট গণনা শেষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রিজাইডিং অফিসার মাহফুজুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন।

গাংনী বাজার কমিটির এই ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনে সালাউদ্দীন শাওন চাকা প্রতীকে ৪১১ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শাওনের দুলাভাই সাবেক সভাপতি মাহাবুবুর রহমান স্বপন আনারস প্রতীকে পেয়েছেন ৩৫৪ ভোট। এছাড়া অপর প্রার্থী শাফিউল বাশার চেয়ার প্রতীকে পেয়েছেন ১১৬ ভোট।

তুহিন রেজা মোটরসাইকেল প্রতীকে ৬০৮ ভোট পেয়ে তৃতীয় বারের মত সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আক্তারুজ্জামান কাজল মোবাইল ফোন প্রতীকে পেয়েছেন ২৫৪ ভোট।

মো: রফিকুল ইসলাম তালা চাবি প্রতীকে ৪৭৭ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান বুলু ছাতা প্রতীকে পেয়েছেন ৩৮০ ভোট।

রাজিব মিয়া রাজু খেজুর গাছ প্রতীকে ৪৭৮ ভোট পেয়ে সহ সধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আশিক ইকবাল তুষার অটোবাইক প্রতীকে পেয়েছেন ৩৮৭ ভোট।

মামনুর রশিদ টিউবওয়েল প্রতীকে ৪৬৬ ভোট পেয়ে অর্থ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সরোয়ার হোসেন টেবিল ফ্যান প্রতীকে পেয়েছেন ২০৯ ভোট ও অপর প্রতিদ্বন্দ্বী সজিব হোসেন মোমবাতি প্রতীকে পেয়েছেন ১৯৪ ভোট।

সামসুজ্জোহা পানির বোতল প্রতীকে ৪৬৮ ভোট পেয়ে দফতর সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হোসেন আলী পাঞ্জাবী প্রতীকে পেয়েছেন ৩৮৫ ভোট।

এছাড়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছেন প্রচার সম্পাদক

কামরুজ্জামান বাবু, নির্বাহি সম্পাদক এনামুল হক, জয়নাল আবেদীন, জুয়েল রানা বিপুল ও মফিজুল ইসলাম। এছাড়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত সাধারণ সদস্যরা হলেন লিটন হোসেন, মো: রতন আলী, বাবুল মিয়া ও হোসেন আলী।

সকাল ৯ টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে একটানা বিকাল ৪ টা পর্যন্ত চলে। সকাল ৯ টার সময় গাংনী বাজার কমিটির সম্মানিয় সদস্য ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, গাংনী পৌর সভার মেয়র আহম্মেদ আলী ও উপজেলা আওয়ামীলগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুলসহ প্রার্থীরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

এমসময় ভোটের পরিবেশ দেখতে আসেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম, গাংনী থানার ভারপ্রা্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকসহ প্রশাসনের উর্দ্ধন কর্মকর্তারা। রাজনৈতিক অঙ্গণের সকল নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ভোট গণনা শেষে সন্ধ্যার দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এসময় গাংনী বাজার কমিটির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ফজলুর রহমান ফজল, যুগ্ম কমিশনার সাংবাদিক মাজেদুল হক মানিক, আনারুল ইসলাম বাবু, রেজাউল হক উপস্থিত ছিলেন।

বাজার কমিটির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনে ৯৪৪ জন ভোটারের মধ্যে ৪৮৪ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রেয়োগ করেন। অনুপস্থিত ছিলেন ৬০ জন ভোট। এছাড়া ১৫ টি ভোট বাতিল হয়েছে।

নির্বাচনে আইনশৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অর্ধশতাধিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছি। সকাল থেকে প্রার্থীদের স্ব স্ব কর্মীরা নির্বাচনের বাইরে গাংনী হাটবোয়ালীয়া সড়কে উৎসব মুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের ধাওয়ায় নিখোঁজের ২৪ ঘন্টা পর ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ব্রিজে পুলিশের ধাওয়ায় নিখোঁজ সবজি বিক্রেতার লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।

বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে নতিডাঙ্গা ঘাট সংলগ্নের মাথাভাঙ্গা নদী থেকে এ লাশটি উদ্ধার করে।

জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজলার ভাংবাড়িয়া গ্রামের পার্শ্ববর্তী মাথাভাঙ্গা নদীর তীরবর্তী বাঁশ বাগানের নিচে ৪ জন বসে তাস খেলছিলেন। বুধবার দুপুর ১২টার দিকে স্থানীয় হাটবোয়ালিয়া ক্যাম্প পুলিশের টুআইসি এএসআই জাহিদুল ইসলাম দুজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে ওই চারজনকে ধাওয়া দেন।

পুলিশের তাড়া খেয়ে নদীতে ২ জন ঝাঁপ দেয়। একজন সাঁতরে ডাঙায় আসলেও সবজি ব্যবসায়ী টোকন নিখোঁজ হয়। টোকন সাঁতার না জানায় মাথাভাঙ্গা নদীর পানির স্রোতে ভেসে যায়।

এলাকাবাসী জানান, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ফেরিঘাটপাড়ার আবদুর রহমানের ছেলে আকছেদ আলী, ইয়াদুল হকের ছেলে কবিরুল ইসলাম, ছুন্নত আলীর ছেলে নাজিম উদ্দিন ও ওদু ছদ্দিনের ছেলে টোকন আলী

এ সময় কবিরুল ইসলাম ও আকছেদ আলীকে হাতেনাতে আটক করে পুলিশ। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে অপর দুজন নাজিম উদ্দিন ও টোকন আলী মাথাভাঙ্গা নদীতে ঝাঁপ দেন। কিছুক্ষণ পর নাজিম উদ্দিন সাঁতরে ওপারে চলে গেলেও সাঁতার না জানার কারণে টোকন আলী স্রোতের তোড়ে তলিয়ে যান।

দীর্ঘ সময় পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় নিখোঁজ টোকনকে খুজতে থাকে।পরবর্তীতে খুলনা ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মাথাভাঙ্গা নদীর প্রায় ৩/৪ কিলোমিটার অনুসন্ধান চালায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়াদি ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা ঘাট সংলগ্ন থেকে নিখোঁজ টোকনের লাশ উদ্ধার করে।

সংবাদটি লেখা পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান পক্রিয়াধীন ছিলো।

বিস্তারিত আসছে…

মাংস বিক্রেতা ভোদড়কে আটক করে কারাগারে পাঠালেন বিচারক

এবার রোগাক্রান্ত ছাগলের মাংস বিক্রি করার অভিযোগে মেহেরপুর শহরের মাংস বিক্রেতাকে ভোদড়কে আটক করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা দেড়টার দিকে দুপুরের দিকে মেহেরপুর বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের বিচারক এস,এম শরিয়ত উল্লাহ তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মাংস বিক্রেতা ভোদড় মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার আব্দুল মান্নানের ছেলে।

এর আগে বেলা ১১ টার দিকে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদের নেতৃত্বে শহরের হোটেল বাজার এলাকায় মাংসের বাজারে অভিযান চালানো হয়। মাংস বিক্রেতা ভোদড় একটি অসুস্থ ছাগলের মাংশ বিক্রি করছিলেন। এসময় তার কাছ থেকে বেশকিছু অসুস্থ্য ছাগলের মাংস উদ্ধার করা হয়।

এই অপরাধে মাংস বিক্রেতা ভোদড়কে আটক করে মেহেরপুর বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে নেওয়া হয়।

বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের বিচারক এস,এম শরিয়ত উল্লাহ ভোদড়কে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এ সময় সদর উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বেকারী ও ফার্মেসীতে ভোক্তা অধিকারের অভিযান ও জরিমানা

গাংনী উপজেলার বামন্দীতে মেসার্স ফাইভ স্টার ফার্মেসী ও মেসার্স এফ রহমান নামের একটি বেকারী কারখানায় অভিযান চালিয়ে ১০ হাজার টাকা করে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণ এবং পণ্যের গায়ের উৎপাদন মেয়াদ না লেখার অভিযোগে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭. ৪৩ ধারায় বেকারীর মালিক প্রদীপ কুমার শাহাকে ১০ হাজার টাকা ও বিক্রয় নিশিদ্ধ ওষধের স্যাম্পল বিক্রি ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষধ থাকার অপরাধে একই আইনের ৩৭.৫১ ধারায় ফআভি স্টার ফার্মেসীর মালিক শরিফুল ইসলামকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এই দুটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করেন। এসময় তাদের স্বাস্থ্য বিধি ও আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনা করার নির্দেশ দেন।

এসময় বিসিআইসি অনুমোদিত কয়েকটি সার ডিলার ও খুচরা ব্যবসায়ীর দোকানেও অভিযান চালান এ টিমটি।

এসময় কৃষি বিপনন জেলা কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম ও জেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মো: তাজিমুল হকসহ পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় হোটেল মালিককে

জরিমানা ও ৩ দিন সাময়িক বন্ধ

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। পচা মসলা দিয়ে ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুত করার অপরাধে চুয়াডাঙ্গা শহরের আলোচিত নিউ আল আমিন হোটেলের মালিককে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে একই সাথে হোটেলটি ৩ দিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। একই অভিযানে স্বাস্থ্য সুরক্ষা না মানায় চুয়াডাঙ্গা শহতলীর দৌলতদিয়াড়ে অবস্থিত মৌসুমী বেকারীকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রোববার দুপুরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের অভিযানে দুটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, চুয়াডাঙ্গা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত নিউ আল আমিন হোটেল। তাদের বিরুদ্ধে ভোক্তাদের অভিযোগের শেষ নেই। এর আগেও একাধিকবার সেখানে অভিযান চালিয়ে জরিমানা করা হয়েছে। সেইসাথে প্রতিষ্ঠানটির মালিককে শতর্ক করা হয়েছে। বারবার শতর্ক করার পরও প্রতিষ্ঠান মালিক একইভাবে তাদের হোটেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

রোববার দুপুরে ঝিনাইদহ র্যাব-৬’র একটি টিমকে সাথে নিয়ে নিউ আল আমিন হোটেলে অভিযান চালানো হয়। ওই হোটেল থেকে পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত মসলা উদ্ধার করা হয়। যা দিয়ে খাবার প্রস্তুত করা হচ্ছিল। ওই হোটেলের রান্না ঘরের পরিবেশ নোংরা। সেখানে বসেই রাধুনিরা খাবার তৈরী করছিলো। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৪৩ ধারায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এনামুল হককে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং ৩ দিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়।

তিনি আরও বলেন, ওই ৩দিন সময়ের মধ্যে নিউ আল আমিন হোটেলের পরিবেশ ঠিক করতে না পারলে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে।

এদিকে, একই অভিযানিক টিম চুয়াডাঙ্গা শহরতলীর দৌলতদিয়াড়ে অবস্থিত মৌসুমী বেকারীতে অভিযান চালায়। সেখানে স্বাস্থ্য সুরক্ষা না মেনে খাবার প্রস্তুত করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ধারায় প্রতিষ্ঠান মালিকে সাইদুর রহমানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান ভোক্তা অধিকার

সংরক্ষণ অধিদফতর চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।অভিযান পরিচালনায় সার্বিক ভাবে সহযোগিতায় ছিলেন ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর একটি চৌকস দল।